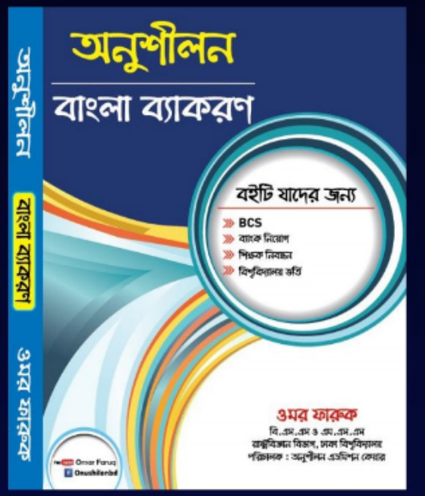

Bangla 2^{d} Paper

পদ প্রকরণ

MPBIAN

Basic Concept

MPBIAN

নিচের শব্দগুলো বিশেষ্য নাকি বিশেষণ

Noun/Pronoun

Noun — সুখ মানুষ

N — দুঃখ লোক

N — বিষাদ মন

রং

কষ্ট

স্বপ্নীল চোখ

লাল জামা

Adj — নোনতা বিস্কিট

N — ইচ্ছা পরীক্ষা

বিষণ্ন

MPBIAN

শব্দ থেকে বিশেষ্য বা বিশেষণ চেনার উপায়

যে কোনো শব্দের পর উপযুক্ত একটি বিশেষ্য বসাতে হবে। তারপর

ক. যদি অর্থ মিলে, তবে শব্দটি বিশেষণ

খ. যদি অর্থ না মিলে তবে শব্দটি বিশেষ্য

MPBIAN

সুখ লোক	স্বপ্নীল চোখ
দুঃখ মানুষ	লাল জামা
বিষাদ মন	নোনতা বিস্কিট
রং জামা	ইচ্ছা পরীক্ষা
কষ্ট কাজ	বিষণ্ন মন

MPBIAN

বাক্য থেকে বিশেষণ বের করার উপায়

ক. বিশেষণের সাথে কোনো বিভক্তি যুক্ত থাকে না। যেমন-
গ্রামের মানুষ (বিশেষ্য), গ্রাম্য লোক (বিশেষণ)।

খ. বিশেষ্য বা সর্বনামকে নির্দেশ করলে তা বিশেষণ। যদি বাক্যে কোনো পদকে নির্দেশ না করে, তবে তা বিশেষ্য হবে। যেমন-

আমি লাল জামা পরে ক্লাসে এসেছি। (বিশেষণ)
লাল একটি রংয়ের নাম। (বিশেষ্য)

MPBIAN

বাক্য থেকে বিশেষণ বের করার উপায়

ক. আপন ভালো সবাই চায়।

খ. এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়।

গ. মূর্খ লোকের মতো কথা বলো না।

ঘ. বৃদ্ধকে সম্মান করতে শিখ।

ঙ. শীতের সকালে চারদিকে কুয়াশা পড়ে।

চ. শীতকালে কুয়াশা পড়ে।

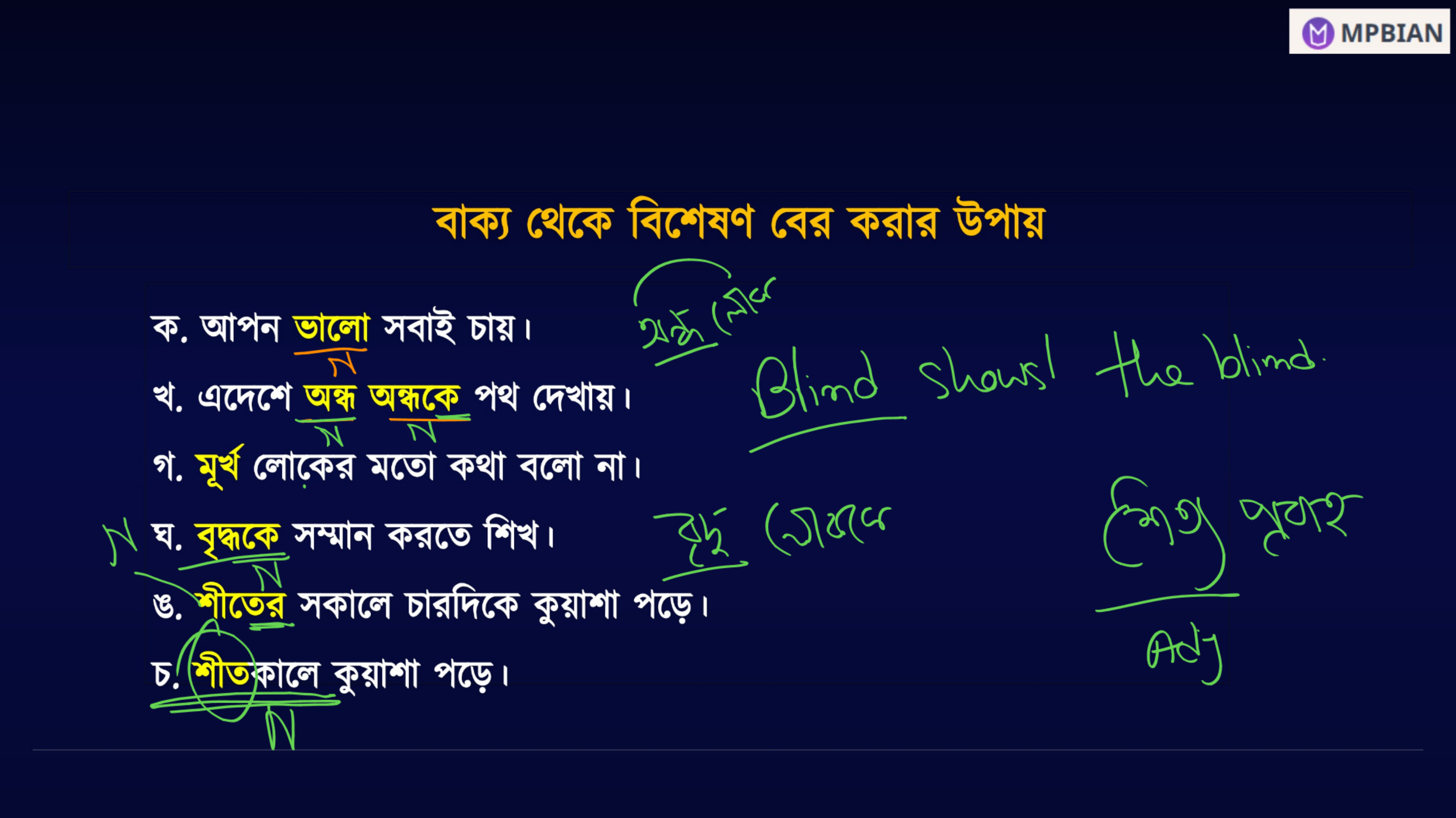

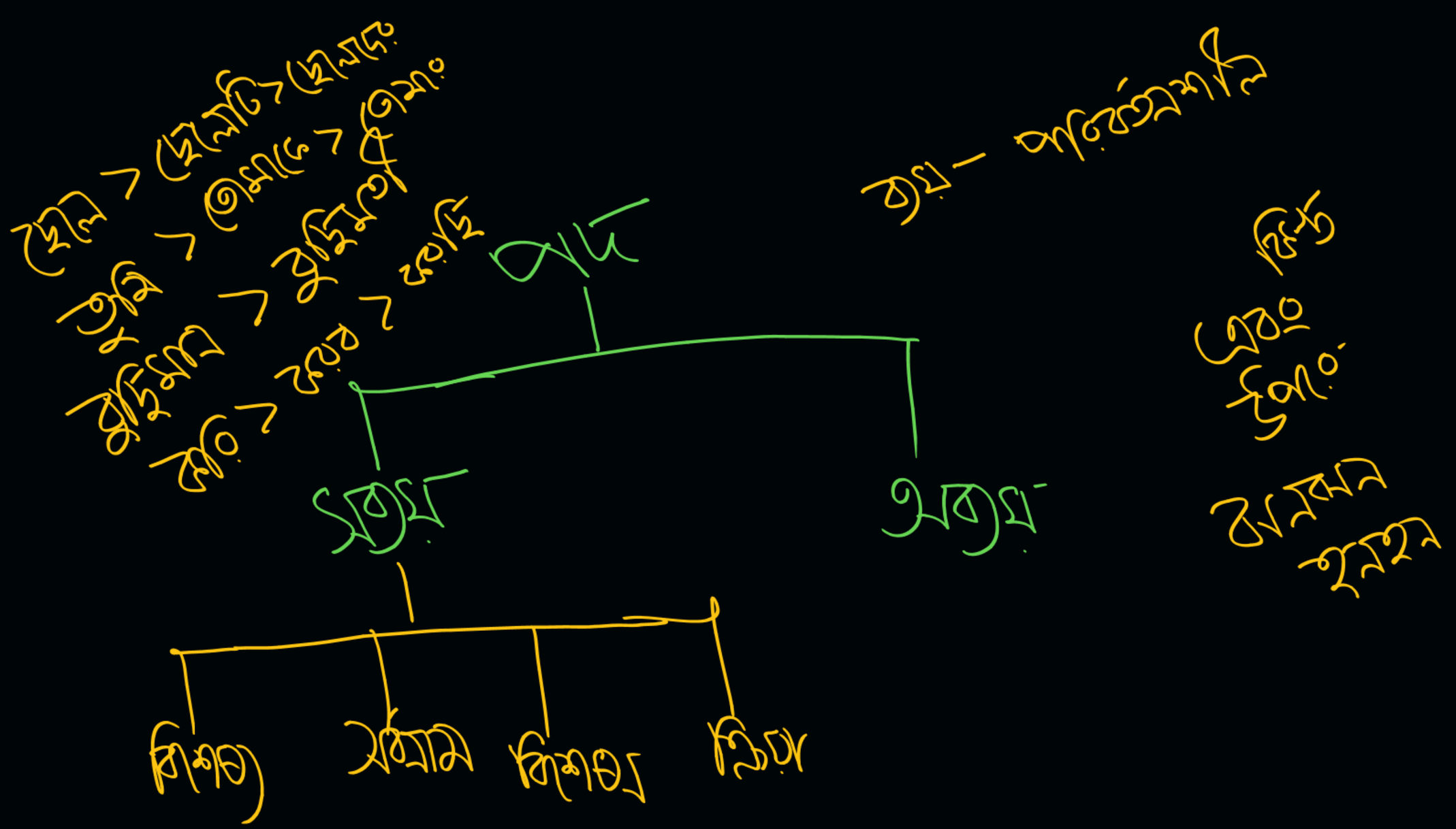

ছেলে > ছেলেটি > ছেলেদের

তুমি > তোমাকে > তোমাদের

বুদ্ধিমান > বুদ্ধিমতী

করা > করব > করেছি

ব্যয় — পরিবর্তনশীল

- পদ
  - সব্যয়
    - বিশেষ্য
    - সর্বনাম
    - বিশেষণ
    - ক্রিয়া
  - অব্যয়

কিন্তু

এবং

উপঃ

বনবন

হনহন

MPBIAN

অব্যয়

- সংজ্ঞা : যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ, বিয়োগ বা সংকোচ ঘটায় তাকে অব্যয় পদ বলে। উৎসগতভাবে অব্যয় পদ তিন প্রকার। যথা-
- অব্যয়পদ প্রধানত চার প্রকার। যথা-

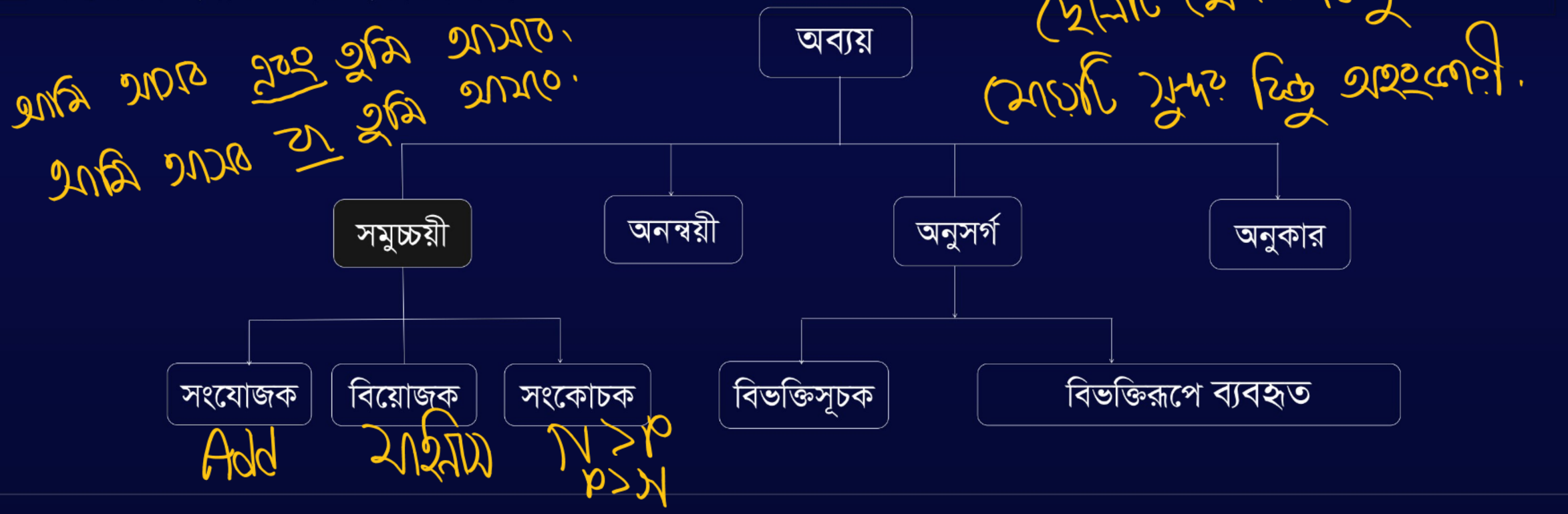

MPBIAN

১. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনোটিই হতে পারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলা হয়।

ক. সংযোজক অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, তাকে সংযোজক অব্যয় বলে। যেমন- বাংলাদেশ খেলবে ও জয় লাভ করবে। তিনি সৎ তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এমনিভাবে ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং ইত্যাদি। {সাধারণত পদের সংযোগে 'ও' এবং বাক্যের সংযোগে 'এবং' ব্যবহৃত হয়}

খ. বিয়োজক অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে বিয়োজন স্থাপন করে, তাকে বিয়োজক অব্যয় বলে। যেমন- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। বাংলাদেশ খেলায় জিতবে অথবা হারবে। তুমি যাবে না আমি যাবো? এমনিভাবে কিংবা, নতুবা, বা, অথবা, নয়তো, হয়ত ইত্যাদি।

গ. সংকোচক অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদ বা বাক্যের মধ্যে সংকোচন ঘটায়, তাকে সংযোজক অব্যয় বলে। যেমন- তিনি শিক্ষিত কিন্তু দুর্নীতিবাজ। বাংলাদেশ জিতেছে কিন্তু মন জয় করতে পারেনি। এরকম- কিন্তু, বরং, তথাপি, যদ্যপি ইত্যাদি।

বাক্য মধ্যে
প্রয়োগ হবে
আং: না

এবং

কিন্তু

অথবা

বাক্য মধ্যে
তো প্রয়োগ
হবে আং:

wow

উঃ

হ্যাঁ

না

ছিঃ

বাঃ

ছিঃ ছিঃ

MPBIAN

২. অনন্বয়ী অব্যয় : যেসব অব্যয় পদ নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে, তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। এই অব্যয়গুলো বাক্যের অন্য কোনো পদের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যথা-

উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর সকাল!

সম্মতি প্রকাশে : হ্যা, আমি যাব।

সমর্থন প্রকাশে : ঠিক। আপনি তো ঠিকই বলেছেন।

বিরক্তি প্রকাশে : উঃ। লোকটা পিছু ছাড়ছে না।

৩. অনুসর্গ অব্যয়/ পদান্বয়ী অব্যয় : যেসব অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তি কাজ করে, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন- চাঁদ সূর্যের চেয়ে ছোট। সবার ~~আগের~~ মানুষ সত্য।

৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়: বিভিন্ন ভাব বা প্রাণির ডাক অনুকরণে ও অনুভূতিজাতক অব্যয় পদগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন- শন শন, টাপুর টুপুর, কনকন, হনহন, খাঁ খাঁ, ঝাঁ ঝাঁ, কচ কচ ইত্যাদি।

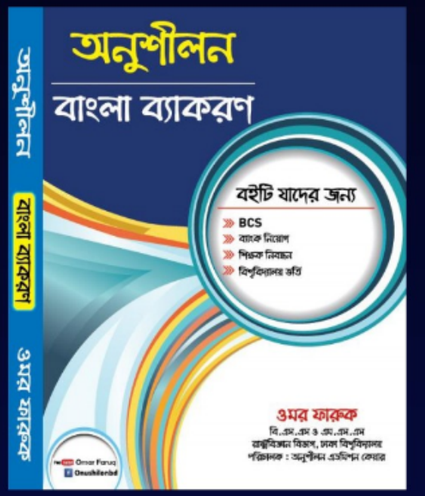

Bangla 2nd Paper

বিশেষ্য ও বিশেষণ

MPBIAN

বিশেষ্য : বাক্যে ব্যবহৃত যে পদ দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, স্থান, কাল, গুণ, উৎসব ইত্যাদিকে বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা-

১. নামবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, স্থান, উৎসব, গ্রন্থ ইত্যাদি বোঝায় তাকে নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন-

ব্যক্তির নাম : ওমর, রফিক, সাকিব

ভৌগোলিক স্থান : ঢাকা, লন্ডন, নিউইয়র্ক, কাবুল

উৎসব : ঈদ, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা

MPBIAN

২. জাতিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো এক জাতীয় প্রাণি বা পদার্থের সাধারণ নাম বুঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- গরু, ছাগল, নদী, মুসলিম, পাখি ইত্যাদি।

পদ্মা - নদী

> জাতিবাচক বিশেষ্যের পূর্বে কোনো নামবাচক বিশেষ্য আসলে তা নামবাচক বিশেষ্য হবে। যেমন- পর্বত (জাতিবাচক), হিমালয় পর্বত (নামবাচক)।

৩. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো একই জাতীয় ব্যক্তি বা প্রাণির সমষ্টিকে বুঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- মিটিং, দল, সমিতি, মাহফিল, পঞ্চায়েত ইত্যাদি।

ঝাঁক

MPBIAN

৪. বস্তুবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বুঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- চাল, সোনা, রূপা, দুধ, পানি ইত্যাদি।

Difference between Common noun and Material noun

জাতিবাচক বিশেষ্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সমজাতীয় বুঝায়।
অন্যদিকে বস্তুবাচক বিশেষ্য কোনো উপাদান দিয়ে গঠিত হবে। সাধারণত বস্তুবাচক বিশেষ্য গণনা করা যায় না। এছাড়াও বস্তুবাচক বিশেষ্য প্রাকৃতিক কাঁচামালের প্রতি ইঙ্গিত করে।
যেমন- স্বর্ণ (বস্তুবাচক), স্বর্ণের আংটি (জাতিবাচক)।

জাতিবাচক ও বস্তুবাচক নির্ণয়ের পার্থক্য

**কৃত্রিম তৈরি জিনিস বস্তুবাচক বিশেষ্য হবে। যেমন- বই, খাতা, কলম ইত্যাদি।
**প্রাকৃতিক তৈরি পরিমাণযোগ্য সবকিছু বস্তুবাচক বিশেষ্য হবে। যেমন- তেল, পানি, মাটি, লবণ ইত্যাদি।
**প্রাকৃতিক তৈরি গণনাযোগ্য বিষয়গুলো জাতিবাচক বিশেষ্য হবে। যেমন- পর্বত, গাছ, ফুল, নদী ইত্যাদি।

নরম
ভো
ফুল

সকাল
ছবি

MPBIAN

৫. গুণবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো কিছুর দোষ, গুণ বা অবস্থা বুঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- তারুণ্য, বিষাদ, সুখ, দুঃখ, বার্ধক্য ইত্যাদি।

৬. ভাববাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- ভোজন (খাওয়ার কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), শয়ন (ঘুমানোর কাজ) ইত্যাদি।

ক্রিয়া ও ভাববাচক বিশেষ্যের মধ্যে পার্থক্য

- ক্রিয়া বলা হয় যা তিনকালের (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) একটির সাথে জড়িত। যেমন- I am reading. আমি পড়ছি।
- ভাববাচক বিশেষ্য বলা হয় যা তিনকালের সাথে যুক্ত না হলে ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন- Reading is a good habit. পড়া ভালো অভ্যাস। এই বাক্যে Reading বা পড়া ভাববাচক বিশেষ্য।

Veub E (অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ)	Veubal Noun (সাথে সাথে যুক্ত হয়)
I am reading.	Reading is a good habit.
আমি পড়ছি	পড়া ভালো অভ্যাস।
	লেখা, খাওয়া

MPBIAN

১. বিশেষ্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

উত্তর : যে পদ বা শব্দ দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, স্থান, কাল ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। বিশেষ্য ছয় প্রকার। যথা-

১. নামবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, স্থান, উৎসব, গ্রন্থ ইত্যাদি বোঝায় তাকে নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- ওমর, রফিক, ঢাকা, লন্ডন, নিউইয়র্ক, কাবুল ইত্যাদি।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো জাতিকে বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- মুসলিম, পাখি, নদী ইত্যাদি।

৩. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো একই জাতীয় ব্যক্তি বা প্রাণির সমষ্টিকে বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- দল, সমিতি, মাহফিল, পঞ্চায়েত ইত্যাদি।

৪. বস্তুবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বুঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- চাল, সোনা, রূপা ইত্যাদি।

MPBIAN

৫. গুণবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো কিছুর দোষ, গুণ বা অবস্থা বুঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- তারুণ্য, বিষাদ, সুখ, দুঃখ, বার্ধক্য ইত্যাদি।

৬. ভাববাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- ভোজন (খাওয়ার কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), শয়ন (ঘুমানোর কাজ) ইত্যাদি।

MPBIAN

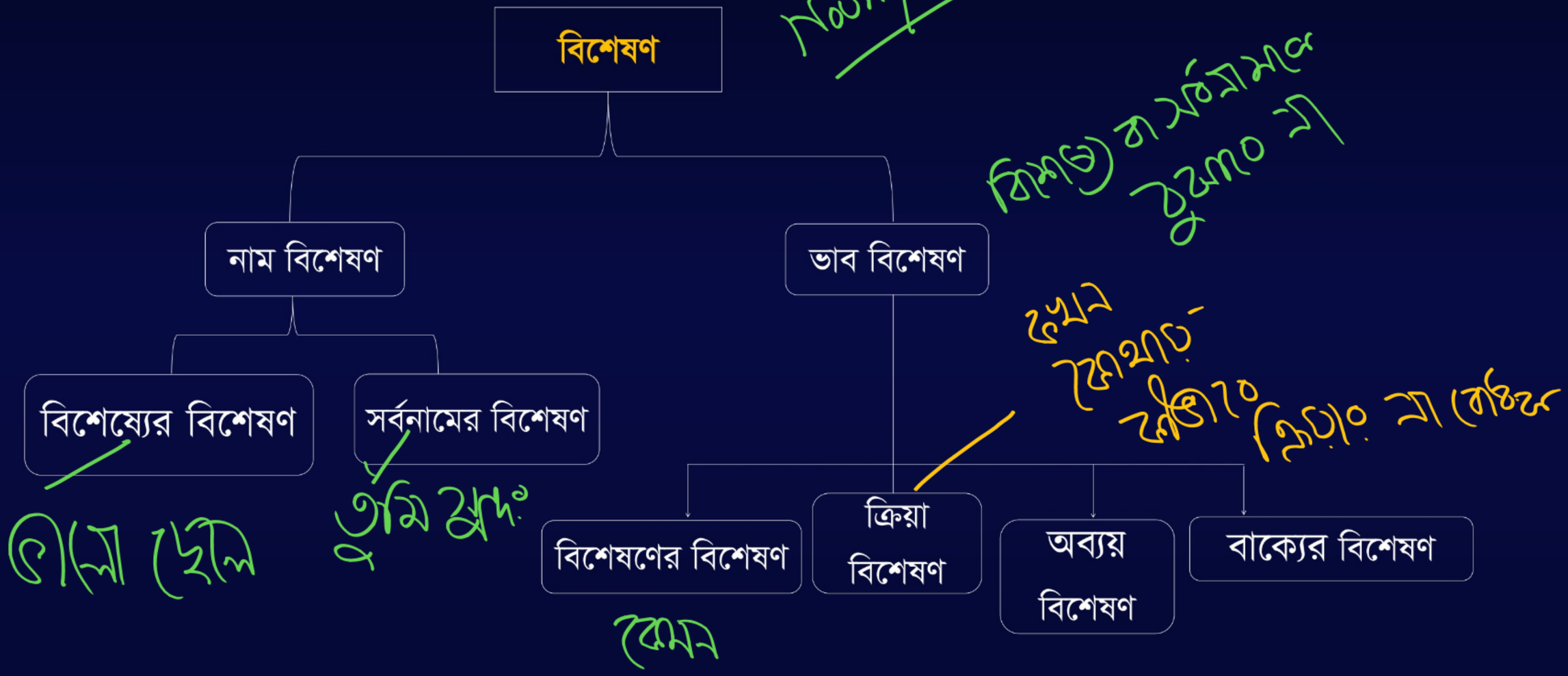
বিশেষণ
নাম বিশেষণ
ভাব বিশেষণ
বিশেষ্যের বিশেষণ
সর্বনামের বিশেষণ
বিশেষণের বিশেষণ
ক্রিয়া বিশেষণ
অব্যয় বিশেষণ
বাক্যের বিশেষণ

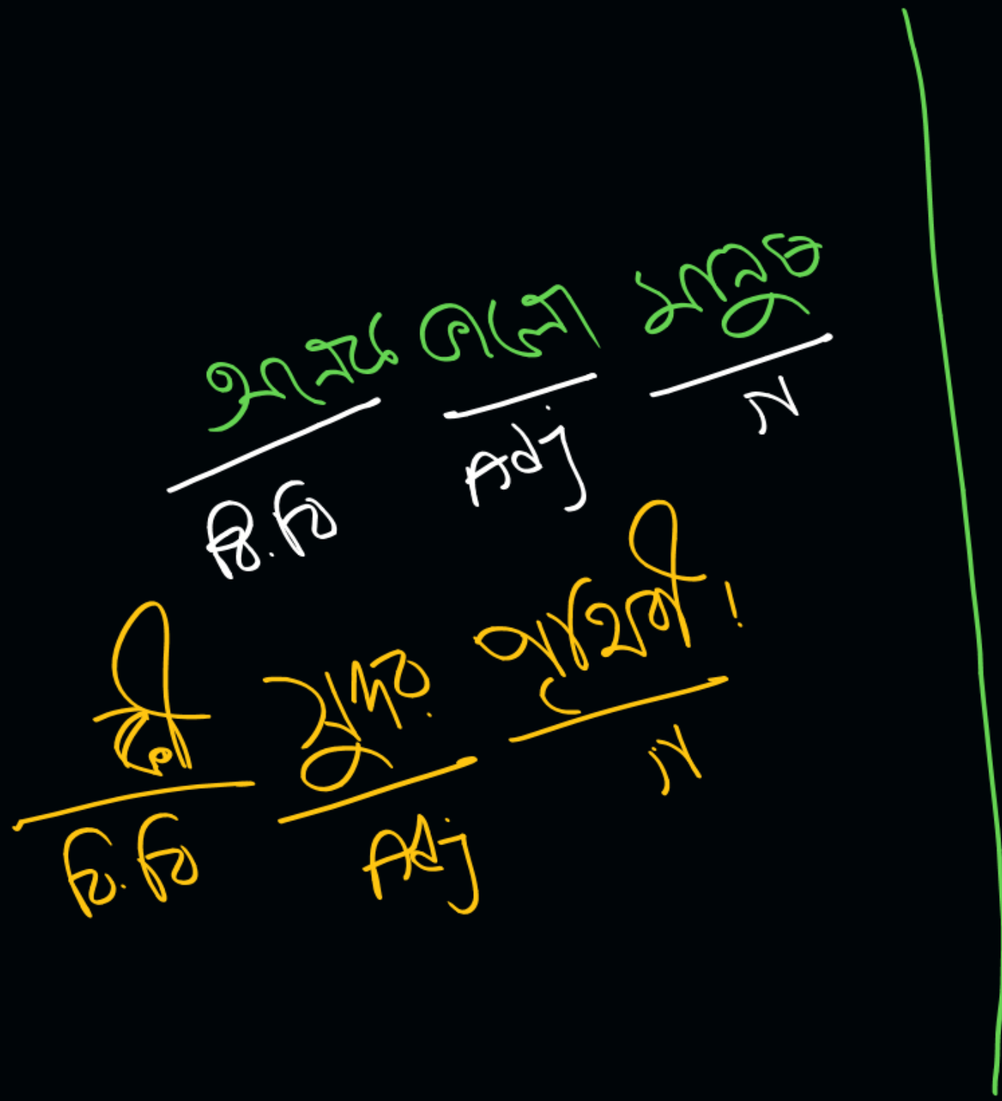

অনেক ভালো মানুষ

বি.বি Adj N

কী সুন্দর প্রকৃতি!

বি.বি Adj N

MPBIAN

বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। বিশেষণ পদ দুই প্রকার। যথা-

১. নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে। নাম বিশেষণ দুই প্রকার। যথা- বিশেষ্যের বিশেষণ ও সর্বনামের বিশেষণ। যেমন- ভালো ছেলে, করুণাময় তুমি, দয়ালু আল্লাহ, ভালো মানুষ, সে রূপবান ও গুণবান।

২. ভাব বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা বিশেষণকে বিশেষিত না করে অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা-

ক. বিশেষণের বিশেষণ : যে পদ নাম বিশেষণ (adjective) বা ক্রিয়া বিশেষণকে (adverb) বিশেষিত করে তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন- তিনি অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। রকেট অতি দ্রুত চলে।

খ. ক্রিয়া বিশেষণ (adverb) : যে পদ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন- রকেট অতি দ্রুত চলে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। ধীরে ধীরে বায়ু বয়। তুরন্ত চলে আসবো।

MPBIAN

গ. অব্যয়ের বিশেষণ : যে বিশেষণ অব্যয় পদ বা তার অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন- শত ধিক নির্লজ্জ যে জন। বৃষ্টির মৃদু টাপুর টাপুর ছন্দে মন যে ঘরে থাকে না। শীতের মৃদু শনশন বাতাস আমাদের কাঁপিয়ে দেয়।

ঘ. বাক্যের বিশেষণ (Expressions) : যে বিশেষণ পদ সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন- সম্প্রতি বাংলাদেশ খেলায় জয়লাভ করেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সফল হয়েছি। নিঃসন্দেহে কাজটি করা তোমার উচিত হয় নি।

{বাক্যের বিশেষণ সাধারণত বাক্যের শুরুতে বসে সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে}

MPBIAN

ক্রিয়া বিশেষণ

ক্রিয়া বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ। যথা-

১. ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ (adverb of manner) : কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয় তাকে ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন- বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে। সে কনকন করে শীতে কাঁপছে।

২. কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ (adverb of time) : কখন দিয়ে প্রশ্ন করলে কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ (সময়) পাওয়া যায়। যেমন- বাবা এখনি বাড়ি আসবেন। আজকাল মুঠোফোনের কদর বেড়েছে।

৩. স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ (adverb of place) : কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করলে স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন- ওরা পাহাড়ের কোলে বসতি গেড়েছে। তিনি ঢাকা যাবেন। লোকটা সাঁকোর ওপরে হাঁটছে।

৪. না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ : ক্রিয়ার না বোধক অর্থও না-বোধক ক্রিয়া বিশেষণ হয়। যেমন- এখনো দেখ নি তুমি, তিনি গতকাল ঢাকায় যান নি, আমটা মিষ্টি নয়।

আমি যাব না

MPBIAN

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপ		
শব্দ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ভালো	আপন ভালো সবাই চায়	ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন
মন্দ	এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?	মন্দ কথা বলতে নেই
পুণ্য	পুণ্যে মতি হোক	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক
নিশীথ	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত	নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি
শীত	শীত আসলে গরিবদের কষ্ট বাড়ে	শীতকালে কুয়াশা পড়ে
সত্য	এ এক বিরাট সত্য	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল

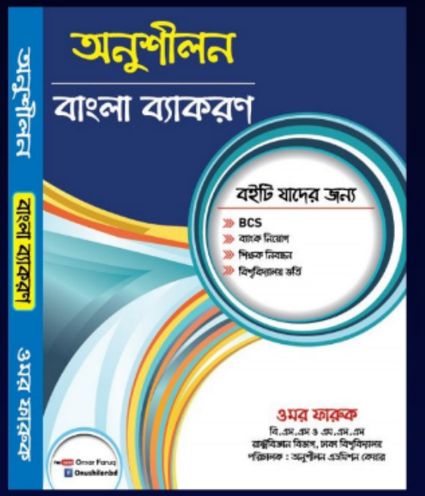

Bangla 2^{d} Paper

সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়

MPBIAN

সর্বনাম

- বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকেই সর্বনাম বলে। বাক্য-মধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত অথবা অজ্ঞাত কোনো সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, তাকে সর্বনাম বলে।
- সর্বনাম সাধারণত পূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন- রফিক বই পড়ে। সে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। তবে বিশেষ্য পদ উহ্য থেকেও ক্ষেত্রবিশেষ সর্বনাম ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-
  ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তারাই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।
  খ. যিনি চাকরিতে দুর্নীতি করেন নি ও দুর্নীতি প্রশ্রয় দেন নি, তিনিই প্রকৃত সজ্জন।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

  ১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক (Personal pronoun) : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তিনি, ওরা, তারা ইত্যাদি। পুরুষ তিন প্রকার। যথা-

  ২. আত্মবাচক (Reflexive pronoun) : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।

  ৩. সামীপ্যবাচক (Demonstrative pronoun): এ, এই, এরা, ইহারা ইত্যাদি।

  ৪. দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব।

MPBIAN

৫. সাকুল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
৬. প্রশ্নবাচক (Interrogative pronoun) : কে, কী, কি, কোন, কিসে?
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক (Indefinite pronoun) : কোন, কেউ, কিছু।
৮. ব্যতিহারিতক (Reciprocal pronoun) : আপনা আপনি, নিজে নিজে, পরস্পর ইত্যাদি।
৯. সংযোগজ্ঞাপক (Relative pronoun) : যে, যিনি, যারা ইত্যাদি।
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

MPBIAN

ক্রিয়াপদ

- ক্রিয়াপদ : যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন- আমি বই পড়ি, সে ক্রিকেট খেলে।
- ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা

সাধারণত ক্রিয়াপদের শেষে এ, লে, তে যুক্ত থাকলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়।

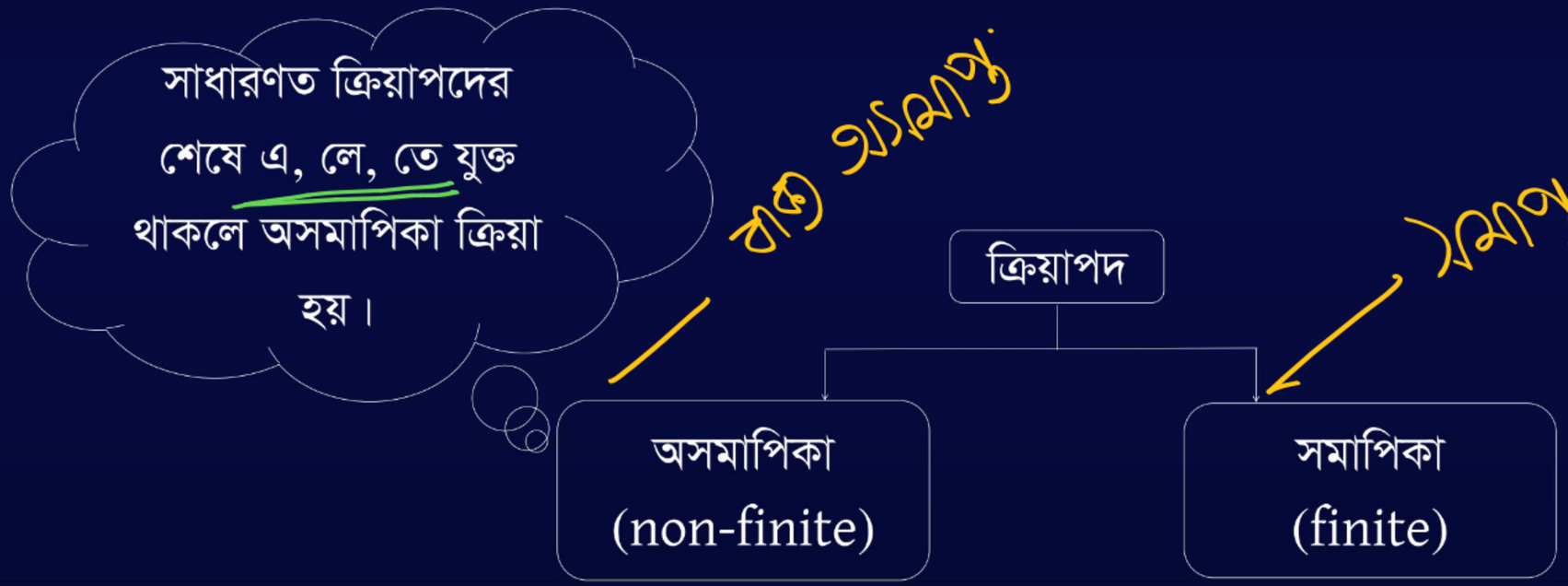

MPBIAN

- **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মাধ্যমে মনের ভাব অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
- **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মাধ্যমে মনের ভাব সম্পূর্ণ হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন-

১. সকালে সূর্য উঠলে.....
২. সাকিব আজ ভালো খেলে.....
৩. বাবা ছেলেকে দেখে.....

এখানে 'উঠলে' 'খেলে' 'দেখে' ক্রিয়াপদগুলো দ্বারা কথা শেষ হয় নি; কথা সম্পূর্ণ করতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া। বাক্যগুলোর পূর্ণরূপ এভাবে হতে পারে-

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে (অসমাপিকা) অন্ধকার দূর হয় (সমাপিকা)।
২. সাকিব আজ ভালো খেলে (অসমাপিকা) পুরস্কার পেয়েছে (সমাপিকা)।
৩. বাবা ছেলেকে দেখে (সমাপিকা) জড়িয়ে ধরলেন (সমাপিকা)।

MPBIAN

❑ গঠনগত দিক থেকে ক্রিয়া ছয় প্রকার। যথা-

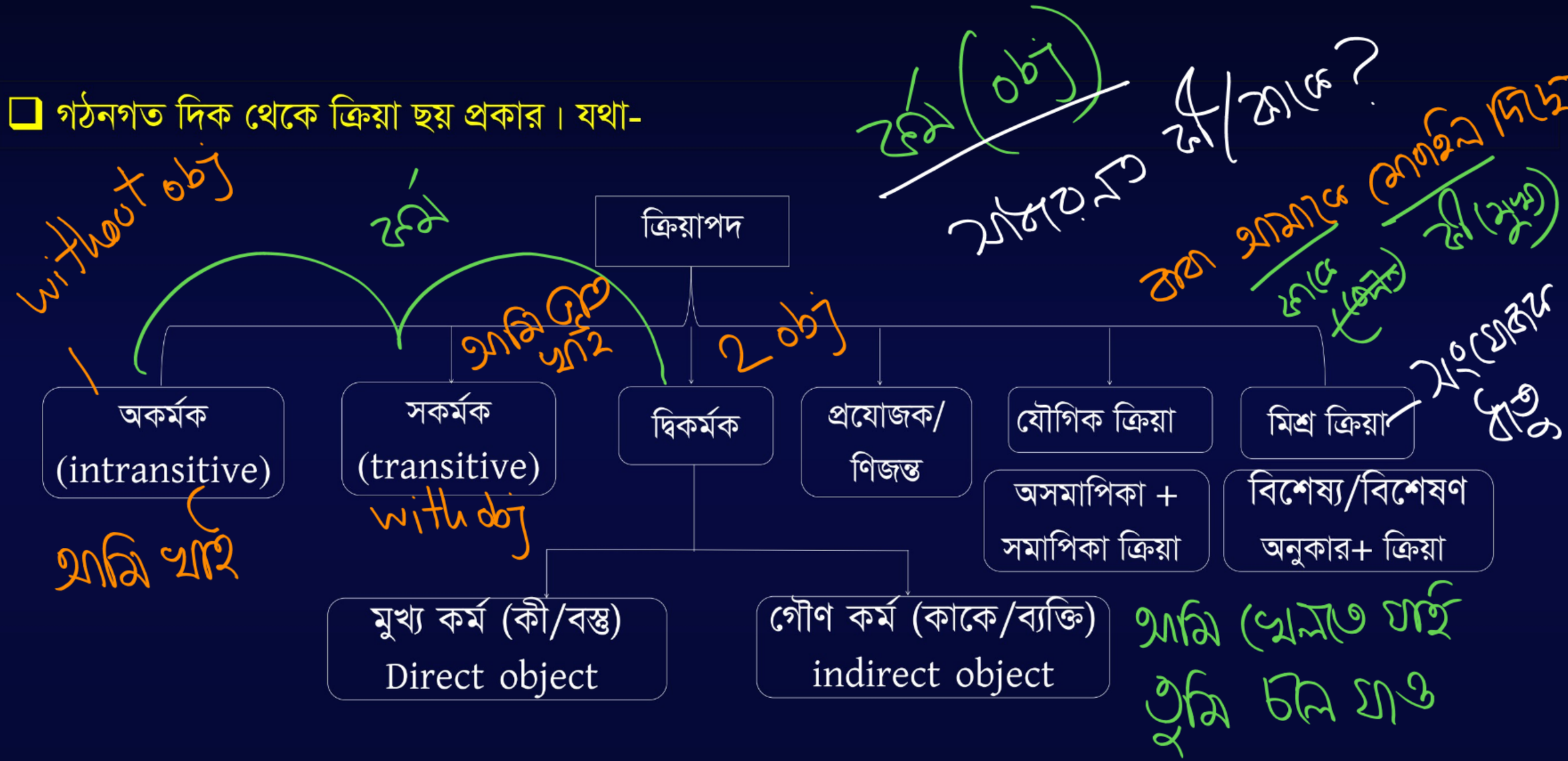

মিশ্র

(i) দুটি অর্থবোধক শব্দ মিলে ক্রিয়া

(ii) Noun / Adj / অনুকার + Verb

Add = যোগ করা

স্বপ্ন দেখা

ভালো হও

মনে করা

জোড়াতাড়া করা

MPBIAN

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. গঠন অনুসারে ক্রিয়াপদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

উত্তর : যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন বুঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। গঠন অনুসারে ক্রিয়াপদ ছয় প্রকার। যথা-

ক. অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- সে খায়। রফিক বাড়ি যায়।

খ. সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আমি ভাত ভাই। রফিক বই পড়ে।

গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- বাবা আমাকে বই দিয়েছেন। মা রাবেয়াকে উপহার দিয়েছেন। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম ও ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন- উপরের উদাহরণগুলোতে 'বই ও উপহার' মুখ্য কর্ম এবং 'আমাকে ও তানিয়া' গৌণ কর্ম।

ঘ. প্রযোজক ক্রিয়া : কোনো কাজ অন্যকে দিয়ে করালে বা অন্যকে করতে অনুপ্রেরণা দিলে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন- মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়। শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

ঙ. যৌগিক ক্রিয়া : অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে বসে সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন- ঘটনাটি শুনে রাখ। তিনি বলতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।

চ. মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুকারের পর ক্রিয়া যুক্ত হয়ে মিশ্র ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন- দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখ। সময় থাকতে ভালো হও। মাথা ঝিমঝিম করছে।

নির্দেশ / প্রযোজন (Direction)

অন্যকে পরিচালনা করা

অন্যের জন্য করা।

MPBIAN

- **অকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম (ড়নলবপঃ) থাকে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- সে খায়। রফিক বাড়ি যায়। সে মাঠে খেলে।
- **সকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- আমি ভাত ভাই। রফিক বই পড়ে।

**সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ-

অকর্মক	সকর্মক
আমি চোখে দেখি না	আকাশে চাঁদ দেখি না
ছেলেটা কানে শোনে না	ছেলেটা কথা শোনে না
আমি রাতে খাব না	আমি রাতে ভাত খাব না
অন্ধকারে আমার খুব ভয় হয়	বাবাকে আমার খুব ভয় হয়

MPBIAN

- **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- বাবা আমাকে বই দিয়েছেন। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মটি মুখ্য কর্ম ও ব্যক্তিবাচক কর্মটি গৌণ কর্ম)
- **প্রযোজক ক্রিয়া :** কোনো কাজ অন্যকে দিয়ে করালে বা অন্যকে করতে অনুপ্রেরণা দিলে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন- মা শিশুকে চাঁদ দেখায়।
  - **ক. প্রযোজক কর্তা (Director) :** যে অন্যকে পরিচালনা করে। যেমন- রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়।
  - **খ. প্রযোজ্য কর্তা (Directed) :** যে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন- রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়।
- **যৌগিক ক্রিয়া :** অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে বসে সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। ঘটনাটি শুনে রাখ। তিনি বলতে লাগলেন।
- **মিশ্র ক্রিয়া (সংযোজক ধাতু) :** বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুকারের পর ক্রিয়া যুক্ত হয়ে মিশ্র ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন- দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখ। সময় থাকতে ভালো হও। মাথা ঝিমঝিম করছে। তোমাকে দেখে প্রীত হলাম। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে। এখন গোল্লায় যাও।

এত কান্না কেঁদো না

সমধাতুজ কর্ম

ক্রিয়া ও কর্ম একই ধাতুঃ।

সাকিব কী এক খেলা খেলল।

কী এক ঘুম ঘুমিয়েছে

MPBIAN

Thank You